তরজুমানে আহনাফ, ইমামুল মুনাযিরিন

আল্লামা আমিন সফদর রাহ.

বিবেকের জবানবন্দি

[আমার হানাফি হওয়ার গল্প]

অনুবাদ

মুজিব তাশফিন

মুদাররিস, আল জামিয়াতুল আমিনিয়া

সদর, কিশোরগঞ্জ

সম্পাদনা

মাওলানা ইলিয়াস আমিনী

মুহতামিম, আল জামিয়াতুল আমিনিয়া

সদর, কিশোরগঞ্জ

কালান্তর প্রকাশনী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم... اما بعد

আমরা গ্রামে বসবাস করতাম। ছোটবেলা থেকেই মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন জাগ্রত ছিল যে, কুরআনে পাকের শিক্ষা কোথায় গ্রহণ করা যায়। আমাদের গ্রামে একটি মসজিদ ছিল। যেখানে প্রতি শুক্রবারেই ঝগড়া-বিবাদ হতো। বেরলভিপন্থীরা চাইতো যে, এই মসজিদের ইমাম তাদের দল থেকে নিযুক্ত হবে, লা-মাজহাবিরা চাইতো, তাদের ইমাম নিযুক্ত হবে। আমাদের দেওবন্দি ধারার একটিই ঘর ছিল, যাকে না কেউ গণনা করতো, না কেউ হিসাবে ফেলতো।

কখনো কখনো ঝগড়া এতো দীর্ঘায়িত হতো যে, ছয় মাস পর্যন্ত মসজিদে কোনো ইমাম থাকত না। আবার কখনো একসঙ্গে দুই জামাত শুরু হয়ে যেত। আমার মুহতারাম পিতা এ নিয়ে খুব পেরেশান ছিলেন এবং অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন—'আহলে বিদআত'-এর চেয়ে 'লা-মাজহাবি'রা যেহেতু তাওহিদের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করে, তাই ওখানেই আমাকে কুরআন শেখার জন্য পাঠাবেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কুরআন শিক্ষার জন্য একজন 'লা-মাজহাবি' হাফেজ সাহেবের নিকট আমাকে সোপর্দ করলেন।

শিক্ষাপদ্ধতি

যেহেতু আমি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছি, প্রাথমিক শিক্ষা তো ছিলোই। তাই প্রথম পারা থেকে সবক শুরু হলো। উস্তাদজি দু-তিন আয়াত বলতেন আর আমি পুনরাবৃত্তি করতাম। তারপর উস্তাদজি আমাকে শোনাতেন যে, 'আমি অমুক হানাফি মুফতি সাহেবকে পরাজিত করে দিয়েছি, অমুক হানাফি আলেমকে লা-জওয়াব করে দিয়েছি। দুনিয়ার মাঝে কোনও হানাফি বা বেরলভি নেই, যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে মোকাবেলা করতে পারবে।' তারপর কোনো একটি প্রচারপত্র নিয়ে বসে যেতেন আর বলতেন, 'দেখো! এই বিজ্ঞাপনটি ২০ বছরের পুরনো, এতে দুনিয়ার সকল হানাফিদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি হাদিস দেখাও, যাতে রফয়ে ইয়াদাইনকে বর্তমান সময়ে রহিত করা হয়েছে। এমন একটি হাদিস দেখাও যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন; 'একটা সময়ে আমার দ্বীন রহিত হয়ে যাবে আর ইমাম আবু হানিফার তাকলিদ তথা অনুসরণ আমার উম্মতের উপর ফরজ হয়ে যাবে।'

এই বিজ্ঞাপনটি দেওবন্দ পাঠানো হয়েছিল এবং হাদিস দেখানোর উপরে পুরস্কারও ঘোষণা হয়েছিল; কিন্তু তাদের কেউ সামনে এসে দাঁড়াতে সাহস করেনি।' আমার মতো 'শূন্য মস্তিস্ক' লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য উস্তাদজির এই ব্যাখ্যাই যথেষ্ট ছিল।

একদিন যখন তিনি একথা বললেন যে, 'আমি একবার দিল্লি যাচ্ছিলাম, তখন নামাজ আদায়ের জন্য দেওবন্দ নামলাম। মাদরাসার সকল উস্তাদ-ছাত্র সে সময়ে মসজিদে উপস্থিত ছিল। আমি দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপনটি দেখিয়ে বলতে লাগলাম যে, এই বিজ্ঞাপনটি বিগত ২০ বছর যাবত আপনাদের নিকট পাঠানো হচ্ছে, তবুও আপনারা কোনো হাদিস দেখান না কেন? তখন সেখানকার একজন শিক্ষক লজ্জিত স্বরে বিনয়ের সঙ্গে আমাকে বলল, 'মাওলানা সাহেব! আপনি তো জানেন, আমরা হলাম হানাফি। ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর ফিকাহ পড়ি, না কখনো হাদিস পড়েছি, না দেখেছি। আপনি বারবার আমাদের কাছে হাদিস চেয়ে লজ্জা দেন কেন'?

উস্তাদজির এই কথা শুনে আমি নিরাশ হয়ে যেতাম। কেননা আমি ঘরে শুনেছিলাম যে, দেওবন্দ মাদরাসা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় মাদরাসা। যখন আমাদের উস্তাদজি সেই দেওবন্দ মাদরাসার উস্তাদকে লা-জওয়াব করে দিয়ে এসেছেন, এখন হাদিস কোথায় পাবো?

ইখতেলাফ কী?

একদিন আমি উস্তাদজিকে জিজ্ঞেস করলাম, হজরত! আপনার এবং আহলুসসুন্নাত আলেমদের মধ্যকার পার্থক্য কী?

উস্তাদজি বললেন, বেটা! আমরা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কালিমা পড়ি, তারাও নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কালিমা পড়ে। এ ব্যাপারে আমরা একমত। পরবর্তীতে আমরা বলি যে, যার কালিমা পড়ো, তার কথাই মানো। তারা বলে, না! কালিমা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই পড়বো; কিন্তু কথা শুনবো ইমাম আবু হানিফা রাহ.'এর।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, উস্তাদজি! ইমাম আবু হানিফা রাহ. যেহেতু মুসলমান আলেম ছিলেন, অবশ্যই নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথাই লোকদের বোঝাতেন। কেননা, 'খায়রুল কুরুন' (সর্বোত্তম যুগ)-এর সময়ের মুসলমান আলেমের ব্যাপারে এ কথা ধারণাই করা যায় না যে, তাঁরা

জেনে-বোঝে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কথা বলবেন।

উস্তাদজি বললেন, ইমাম আবু হানিফা রাহ. অনেক ভালো মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর সময়ে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসসমূহ একত্রিত ছিল না। এ জন্য ইমাম আবু হানিফা রাহ. বহু মাসআলা কিয়াসের মাধ্যমে বর্ণনা করতেন। পাশাপাশি এটাও বলে দিতেন, 'আমার যে কথা হাদিসের বিপরীত পাবে, তা ছেড়ে দিবে।' কিন্তু বর্তমানের হানাফিরা জেদ করে এবং আবু হানিফার কথাই অন্ধের মতো মানে।

ওই সময় আমার ততোটা বুদ্ধি হয়নি যে, উস্তাদজিকে জিজ্ঞেস করবো—এমন কী কারণ, যার কারণে উম্মতের জন্য হাদিস একত্রিত করার পূর্বে ফিকাহ একত্রিত করার প্রয়োজন হলো? সিহাহ-সিত্তাহ-এর লেখকগণ সকলেই নিশ্চিতভাবে ফিকাহ'র চার ইমামের পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের কেউই তো নিজেদের কিতাবে না হানাফি মাজহাবের বিরুদ্ধে অধ্যায় রচনা করেছেন, না শাফেয়ি মাজহাবের বিরোধিতা করেছেন।

হাদিসের জ্ঞান

উস্তাদজি আমাকে বলতেন যে, কাপড় যেমন কাপড়ের দোকানে পাওয়া যায়, গোশত যেমন কসাইয়ের দোকানে পাওয়া যায়, তেমনিভাবে হাদিস শুধুমাত্র 'আহলে হাদিস'-এর নিকট পাওয়া যায়। অন্যত্র কোনো মাদরাসায় তো হাদিস পড়ানোই হয় না। তুমি যদি আমাদের মাদরাসা ছেড়ে চলে যাও, সমগ্র জীবন তালাশ করতে করতে তুমি অস্থির হয়ে যাবে; কিন্তু কোনো হাদিসের দেখা তুমি পাবে না। তোমার কান নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি হাদিসও শুনতে পারবে না। রাসুলে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিস কেবলই আমাদের এখানে পড়ানো হয়।

সে সময়ে আমার তেমন জ্ঞান ছিল না এবং জানাও ছিল না যে, আহলে হাদিসের ভাই আহলে কুরআনও ছিল এবং তারাও এই দাওয়াত দিতো। কিন্তু উস্তাদজির জন্য তো এটা আবশ্যক ছিল যে, তিনি আমাকে বলে দিবেন—বেটা! কুরআন শুধুমাত্র আহলে কুরআন থেকে শেখা দরকার। কেননা, কুরআনের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? অথচ উস্তাদজি আমাকে তা বলেননি।

মোদ্দাকথা, আমাকে এ কথা বিশ্বাস করানো হলো যে, কেবল আমরা গুটিকয়েকজন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসের প্রকৃত

অনুসারী। বাকিরা সবাই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসের অস্বীকারকারী।

শত শহিদের সওয়াব

আমার খুব ভালোভাবেই স্মরণ আছে যে, নফল ইবাদত আদায় করা তো অনেক দূরের কথা; বরং আমরা তা নিয়ে মজা করতাম। এমনকি সুন্নাত ইবাদতসমূহ আমাদের নিকট খুব প্রয়োজনীয় ছিল না। কেননা, হানাফি লোকেরা নফল ও সুন্নাতসমূহ পরিপূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে আদায় করতো। তবে হ্যাঁ, যে সকল সুন্নাত মৃত হয়ে গেছে তা জীবিত করার জন্য আমাদেরকে খুব গুরুত্ব দেয়া হতো। উদাহরণস্বরূপ : জামায়াতের নামাজের মধ্যে পার্শ্ববর্তী লোকের টাখনুর সঙ্গে নিজের টাখনু লাগানো সুন্নাত–যা মৃতপ্রায়। তার উপর আমল করার দ্বারা শত শহিদের সওয়াব মিলে।

এমনিভাবে উচ্চস্বরে আমিন বলা সুন্নাত। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে লোক আমিন চুরি করে সে আমার উম্মতের ইয়াহুদি হয়ে গেল।' এ জন্য এতটা উচ্চস্বরে আমিন বলো যে, তার আওয়াজ হানাফিদের কান পর্যন্ত পৌঁছে। এর দ্বারা শত শহিদের সওয়াব পাওয়া যাবে, আর ইয়াহুদিদেরকে শায়েস্তা করার সওয়াব পৃথকভাবে পাওয়া যাবে। (ইয়াহুদি দ্বারা হানাফি লোকদের উদ্দেশ্য)

ফেকাহ-এর হাকিকত

উস্তাদজির নিকট অন্যান্য কিতাবের পাশাপাশি মৌলভি ইউসুফ জিপুরি এর কিতাব *'হাকিকাতুল ফিকাহ'*, মৌলভি মুহাম্মদ রফিক পাসরুরি-এর *'শমশেরে মুহাম্মদিয়্যাহ বর আকায়েদে হানাফিয়্যাহ'* এবং মৌলভি মুহাম্মদ জুনাঘরি-এর *'শামে মুহাম্মাদি'* কিতাবসমূহ ছিল। উস্তাদজি আমাকে নিয়ে বসে যেতেন এবং এ কিতাবসমূহের কোনো একটি থেকে যে কোনো একটি মাসআলা শোনাতেন। অতঃপর উস্তাদজি এবং আমি পাঁচ মিনিট পর্যন্ত তওবা তওবা করতাম আর বলতাম যে, এমন খারাপ মাসআলা না হিন্দুদের কিতাবে আছে, না শিখদের কিতাবে আছে। হায় আল্লাহ! যদি হিন্দু, শিখ, খ্রিষ্টান কেউ এই মাসআলা সম্পর্কে জেনে যায়, তাহলে মুসলমানদের কতোটা জঘন্য ভাববে।

সারকথা হলো, আমার ভেতরে এ কথা খুব ভালো করে ঢুকিয়ে দিতেন যে, (নাউজুবিল্লাহ) হানাফি মাজহাব এতো খারাপ মাজহাব—হিন্দু, শিখ, অগ্নিপূঁজক এবং ইয়াহুদি-নাসারাসহ সবাই তাদের থেকে পানাহ চায়।

কর্মপদ্ধতি

যখন আমার মেধা পাকাপোক্ত হয়ে গেল, উস্তাদজি বলেন, 'কোনো এক বা দুজন সাধাসিধে হানাফি ডেকে বলবে যে, 'আমাদেরকে তোমাদের মৌলভি সাহেবদের নিকট নিয়ে চলো। তারা যদি হাদিস দেখাতে পারে, তাহলে আমি হানাফি হয়ে যাবো।'

আমি তাই করতাম। যখন হানাফি কোনো যুবক আমাকে তাদের মৌলভি সাহেবের নিকট নিয়ে যেত, আমি জিজ্ঞেস করতাম, মাওলানা সাহেব! এই হাদিস দেখান যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমাকে ছেড়ে আবু হানিফার তাকলিদ করো।' প্রশ্ন করার পর কখনোই তাদের জবাব মনোযোগ দিয়ে শোনতাম না। প্রতি দু'মিনিট পরপর আমাকে নিয়ে যাওয়া লোকদের সাক্ষী রেখে বলতাম যে, দেখো! মৌলভি সাহেব একটি হাদিসও জানেন না। এটা তো স্বাভাবিক যে, মাওলানা সাহেব তখন রাগ করতেন আর আমি তখন চলে আসতাম। এর দ্বারা উস্তাদজি খুব খুশি হতেন।

উস্তাদজি কয়েকটি গ্রামে আমাকে নিয়ে সফর করেন এবং আমার খুব প্রশংসা করেন। বলতেন, 'দেখো! এই ছেলে হানাফি অমুক মাওলানাকে আটকে দিয়েছে, লা-জওয়াব করে দিয়েছে। বেচারা একটি প্রশ্নের জবাবও দিতে পারেনি। একটা হাদিসও দেখাতে পারেনি।'

এরপর جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا বলে শ্লোগান দিতে থাকতেন।

ছয় উসুল

উস্তাদজি এই বিষয়ে খুব যোগ্য ছিলেন। তিনি বলতেন, হানাফিদের আটকিয়ে অপমানিত করার জন্য কুরআন-হাদিস কিংবা ফিকাহ'র জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এদের প্রত্যেককে বিরক্ত করার জন্য ১০০ শহিদের সওয়াব পাওয়া যায়।

১ নং উসুল

যখন কোনও হানাফির সঙ্গে দেখা হবে, প্রথমেই তাকে এই প্রশ্ন করে বসো যে, 'আপনি যে হাতে ঘড়ি পরিধান করেছেন, তার প্রমাণ কোনো হাদিসে আছে?'

এ রকমের প্রশ্ন করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। তুমি ছয় বছরের বাচ্চাকে মেডিকেল স্টোরে পাঠিয়ে দিলে সে ওষুধের গায়ে হাত দিয়ে বলতে পারবে যে, এই ওষুধের নাম কোন হাদিসে আছে?